২৩-০৮-১৬ প্রাতঃমুরলী ওমশান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মীঠে বাচ্চে - সবাইকে এই সংবাদ দাও যে দেহ সহ দেহের সব ধর্মকে ভুলে নিজেকে আত্মা ভাবো তাহলেই সব দুঃখ দূর হয়ে যাবে"

প্রশ্ন :- তোমাদের (বাচ্চাদের) কোন্ বিষয়ে ফলো ফাদার করা উচিত ?

উত্তর :- যেমন ব্রহ্মা বাবা সর্বস্ব ঈশ্বরকে অর্পণ করেছিলেন । সম্পূর্ণ ট্রাস্টী রূপে পরিণত হয়েছিলেন , তেমনই ট্রাস্টী স্বরূপে পরিণত হও। কখনোই উল্টো পাল্টা বা ব্যর্থ খরচ করে পাপাত্মাদের সহযোগ করবেনা। নিজস্ব সবকিছুই ঈশ্বরীয় সেবায় লাগাও , সম্পূর্ণ ট্রাস্টী স্বরূপে পরিণত হও। বাবার শ্রীমতে চলো। বাবা দেখছেন কোন্ বাচ্চা কতখানি শ্রীমত পালন করছে।

গান :- তুমি ভালবাসার সাগর .....

ওমশান্তি। বাচ্চারা গান শুনলো। বাচ্চারা বলে বাবা আমরা কোথা থেকে এসেছি , কবে এসেছি আবার ফিরে যাওয়ার পথ ভুলেছি কিভাবে । এই ড্রামা কানে কানে বুঝিয়ে দিন। আমরা কে , কোথা থেকে এসেছি , আবার কোথায় চলে গিয়েছি ! এক ফোঁটা জ্ঞানের বিন্দু দিন কারণ আপনি হলেন জ্ঞানের সাগর কিনা। এখন বাচ্চারা জানে আমরা আত্মারা কোথাকার নিবাসী , কিভাবে নিজের পিতাকে এবং নিজের স্বর্গের কথা ভুলেছে এবং এখানে এসে কিভাবে দুঃখী হয়েছে - এই রহস্য কানে শোনাও। এবারে বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর , পবিত্রতার সাগরও । প্রেমের সাগরও হলেন তিনি। শান্তির , সুখের এবং সম্পত্তির সাগরও হলেন উনি। এখন বেহদের বাবার সাহায্যে এইসব কথা বোধগম্য হয়েছে। আদিকালে কোথা থেকে আগমন তারপরে মধ্যকালে কি ঘটে যে আমরা পথ ভুলে দুঃখী হয়ে যাই। এখন বাবাকে অনুরোধ করি বাবা আমাদের পথ দেখাও। আমরা নিজেদের সুখধামে শান্তিধামে যেন যাই। বাবা-ই বসে বলে দিচ্ছেন - তুমি আদিকালে কে ছিলে তারপর মধ্যকালে কি ঘটে। ভক্তিমার্গের আরম্ভ কিভাবে হয় , অন্তিম সময়ে কি হয়েছিল , এই আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য এবারে বুদ্ধিতে বসেছে। এই হল ড্রামা তাইনা ! এইসব কথা মানুষের জানা উচিত কারণ তারা-ই হল অ্যাক্টর্স কিনা। জানে যে আমরা আত্মারা নিরাকারী শান্তিধাম থেকে এসেছি , এখানে টকি ধামে (আওয়াজের দেশে) । মূলবতন, সুক্ষ্মবতন এবং এই হল স্থূলবতন । মূলবতন থেকে আত্মারা আসে এই টকিধামে , শরীর ধারণ করে পার্ট প্লে করতে । আত্মার নিবাস স্থান হল শান্তিধাম অর্থাৎ মূলবতন। এইসব কথা দুনিয়ায় কেউ জানেনা । এই কথা জ্ঞানসাগর বাবা এসে বুঝিয়ে দিচ্ছেন । এখন বোঝাচ্ছেন - জ্ঞানসাগর বলা হয় পারলৌকিক পরমপিতা পরমাত্মাকে । মানুষকে বলা যাবেনা। এই মহিমা কেবল একমাত্র বাবার গায়ন রয়েছে , অন্য কেউ জানেনা। এখন হল বিনাশের সময়। গায়ন আছে বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি ইউরোপবাসী ..... এখন বাবা তোমাদের বুদ্ধিযোগ নিজের সঙ্গে লাগিয়ে দিয়েছেন যে মামেকম স্মরণ করো । আমি মুসলমান , আমি বৌদ্ধী , আমি হিন্দু ..... এইসব হল দেহের ধর্ম। আত্মা তো হয় আত্মা-ই । বাবা বোঝাচ্ছেন - দেহের সব ধর্ম ত্যাগ করে নিজেকে আত্মা ভেবে নিজের পিতাকে স্মরণ করলে পতিত থেকে পবিত্র হয়ে যাবে। বাবা বলেন এই দেহকে ভুলে যাও। সবার জন্যে বাবার হল এই সংবাদ।

দেহ সহিত দেহের সব সম্বন্ধ গুলিকে ভুলে যাও। আমি হলাম আত্মা , আমরা সবাই হলাম ব্রাদার্স এক পিতার সন্তান । ব্রহ্মাও বলবেন আমরা হলাম আত্মা তো সবাই ভাই-ভাই হয়ে গেলাম। এইসময় সবাই ভাই-ভাই হয়েছে পতিত দুঃখী। সবাই কামচিতায় পুড়ে ভস্ম হয়েছে। যখন দ্বাপরের আদি কালে রাবণরাজ্যের আরম্ভ হয় তখন তুমি বাম-মার্গে যাও। সেই সময়েই অন্য ধর্মের আগমন হয়। অর্ধেক সময়ে তুমি পবিত্র থাকো। বাকি অর্ধেক সময়ে তুমি পতিত হও। ২১ জন্মের গায়ন ভারতেই শোনা যায়। কুমারী সে-ই যে ২১ কুলের উদ্ধার করে। কুমারীদের অনেক মান রয়েছে । তুমি শুধু ভারতের নয় সম্পূর্ণ দুনিয়ার উদ্ধার করছো। তুমি জানো যে আমরা সবাই হলাম শিববাবার সন্তান । তাহলে সবাই কুমার হলে । ভাই-বোনের সম্বন্ধ তখন হয় যখন প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান হও। এইসব জ্ঞান তোমাদের আছে এখন । আমরা আত্মারা হই সবাই ভাই ভাই , সবাই বাবাকে আহ্বান করে হে পতিত-পাবন এসো। এখানে রাবণরাজ্য থেকে , দুঃখ থেকে আমাদের লিবরেট অর্থাৎ উদ্ধার করো। তারপর গাইড স্বরূপে আমাদের ফেরত নিয়ে চলো। আমাদের দুঃখ নাও আর সুখ দাও। এখন তুমি বুঝতে পারো যে বরাবর বাবা এসে গেছেন। আমাদের এই কলিযুগী রাবণরাজ্য থেকে মুক্ত করে সঙ্গে নিয়ে চলুন। বাবা জানেন যে সব আত্মারাই হয়েছে পতিত , তাই শরীরও হয়েছে পতিত । আত্মাকেই পবিত্র করে নির্বাণধামে নিয়ে যান। পাস্ট থেকে প্রেজেন্ট তারপর ফিউচার হবে। আদি-মধ্য-অন্ত তারপর পুনরায় আদি। সত্যযুগ হল আদি কলিযুগ হল অন্ত তারপর পুনঃ ফিউচার হবে সত্যযুগ । এই তো খুবই সহজ তাইনা । তাহলে মধ্যিখানে কি হয়েছিল ? আমরা নীচে নেমেছি কিভাবে ? আমরা পবিত্র দেবতা ছিলাম তাহলে পবিত্র থেকে পতিত হই কিভাবে ? এখন তুমি বুঝতে পারো , বাবা বুঝিয়েছেন - যখন রাবণরাজ্য শুরু হয় তখন তুমি পতিত রূপে পরিণত হও। এবার পুনরায় তোমাদের ভবিষ্যতে দেবতা রূপে পরিণত করতে এসেছি । এতে কোনো ডিফিকাল্টির কথাই নেই। বাবা বলেন - তোমাদের এই বিষয় সাগর থেকে পার নিয়ে যাই। গায়নও রয়েছে আমার নৌকো ..... সবাই ডাকে একমাত্র বাবাকেই । আমাদের নৌকো যে ডুবে রয়েছে , সেই নৌকোটিকে ক্ষীরসাগরে নিয়ে চলো। ওঁনাকে কান্ডারী , বাগানের মালিকও বলা হয়। এখন কাঁটার জঙ্গলে রয়েছ। আমাদের আবার ফুলের বাগিচায় বা বাগানে নিয়ে চলো। দেবতারা হলেন ফুল তাইনা । এখন সবাই কাঁটা রূপে রয়েছে । একে অপরকে দুঃখ দিতেই থাকে। দেবতারা কখনও কাউকে দুঃখ দেন না। সেখানে তো সর্বদা সুখই সুখ থাকে। তারা তো কেবল গায়ন করে তোমরাতো প্র্যাক্টিকালে শুনছো । বলো কিনা - বাবা আমরা কোন্ সময়ে ভুলে যাই। এই সৃষ্টি চক্রকে ভুলে যাই কিভাবে ! সত্যযুগ ত্রেতায় আমাদের এই জ্ঞান থাকেনা কারণ সেখানে সুখী রই তবে দুঃখী রূপে পরিণত হই কবে? যখন রাবণরাজ্যের আরম্ভ হয়। ভারতবাসী রাবণ পোড়ায় । যতক্ষণ না তার বিনাশ ঘটে। তারপর সত্যযুগে থোরাই প্রতি বছর জ্বালানো হবে। এই হল ভক্তি মার্গ। এখন রাবণরাজ্য শেষ হবে। ভক্তিমার্গে রাবণকে প্রতি বছর জ্বালানো হয় কিন্তু তার মৃত্যু ঘটেনা। এখন রাবণ তোমার সামনে যেন মৃত প্রায়। তুমি জানো যে রাবণরাজ্য এখন শেষ হবে। ৫ টি ভূতের মাথা কাটা যায়। সর্বপ্রথম কাম বিকারের মাথা কাটা হয়। কাম হল মহাশত্রু । বাবা বলেন এই ৫টি ভূতের উপরে বিজয় লাভ করলেই তুমি বিশ্বকে জিততে পারবে। মানুষ নিজেও বলে আমরা হলাম পতিত তাই আহ্বান করে থাকে - পতিতদের পবিত্র করতে আসুন । আত্মা আহ্বান করে হে পতিত-পাবন , হে বাবা ..... কান্ডারী , দয়াল বাবা আসুন। বাবা বলেন আমি কল্পে-কল্পে আসি। কিভাবে আসি , তা কেউ জানেনা । গীতায় রয়েছে - ভগবান এসে রাজযোগ শিখিয়েছেন । কিন্তু ভগবান হলেন কে কখন এসেছেন সেইসব জানা নেই। গীতার খন্ডন করে দিয়েছে। কৃষ্ণকে দ্বাপরে নিয়ে গেছে। দ্বাপরের পরে দুনিয়া আরও পতিত হয়েছে।

তাহলে দ্বাপরে কৃষ্ণ এসে কি করেছেন । মানুষ তো কিছু বোঝেনা । একেবারেই আনরাইটিয়স হয়েছে। সত্যযুগে হয় রাইটিয়স । তুমি এখন আনরাইটিয়স থেকে রাইটিয়স রূপে পরিণত হচ্ছো। বাবা বোঝাচ্ছেন তুমিই সম্পূর্ণ নির্বিকারী পূজ্য স্বরূপ ছিলে , তুমিই এখন বিকারী পূজারী হয়েছ। নিজেই পূজ্য ..... প্রথমে তুমি পূজ্য ছিলে ২১ জন্ম পর্যন্ত , তারপর পূজারী হয়েছ। সত্যযুগে ৮ জন্ম এবং ত্রেতায় ১২ জন্ম গ্রহণ করো। বাবাই বলেন তুমি পতিত হও কিভাবে , কবে নীচের দিকে নামতে আরম্ভ করেছ , এই সৃষ্টির চক্র কিভাবে ঘুরছে । সম্পূর্ণ বিশ্বের হিস্ট্রী জ্যোগ্রাফি আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য বাচ্চাদেরকে বাবা বসে বোঝাচ্ছেন । সবাই একরস তো বুঝবেনা । নম্বর অনুযায়ী বুঝবে।

বাবা বলছেন - আমি এসে রাজত্ব স্থাপন করি। এবারে তোমাকে সর্বগুণ সম্পন্ন হতে হবে, ততক্ষণ সত্যযুগে যাওয়া অসম্ভব । পূর্ণ স্বরূপ এখানেই ধারণ করতে হবে তবে ভবিষ্যতে রাজত্ব করবে। এইসবের মধ্যে বিনাশ হবে সবকিছু । বিনাশও দেখবে নিশ্চয়ই । তুমি প্র্যাক্টিকালে নিজের পার্ট প্লে করবে। তুমি কি আর জানো যে ভবিষ্যতে কি হবে। যাকিছু কল্প পূর্বে ঘটেছে তাই ঘটবে ।

তোমাকে সম্পূর্ণ ভাবে বলা হয়েছে - স্থাপনা আর বিনাশ হবে। বিনাশ কিভাবে হবে? সেতো যখন হবে দেখতে পাবে। দিব্য দৃষ্টি দ্বারা বিনাশ তো দেখেছ। ভবিষ্যতে প্র্যাক্টিকালেও দেখবে । স্থাপনার সাক্ষাৎকার দিব্য দৃষ্টি দ্বারা করেছ আর প্র্যাক্টিকলেও দেখবে । বাকি ধ্যানে বেশী যাওয়াও ঠিক নয়। বৈকুন্ঠে গিয়ে ডান্স করা আরম্ভ হয়ে যায়। জ্ঞান এবং যোগ এই দুটি বিষয় থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। ধ্যানে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই । কেবলমাত্র ভোগ দেওয়া হয়। তোমরা ব্রাহ্মণরাই সেখানে যাও। দেবতা এবং ব্রাহ্মণদের সভা আয়োজিত হয়। এখানে তুমি পিতৃগৃহে বসে রয়েছ পরবর্তী কালে তোমাকে যোগ্য রূপে পরিণত করা হয় বিষ্ণুপুরী যাওয়ার জন্যে । কন্যাকে বিবাহ পূর্বে বোঝান হয় - শ্বশুর বাড়িতে কিভাবে চলবে, স্নেহপূর্ণ ব্যবহার করবে , ঝগড়াঝাঁটি করবেনা। এখানেও হুবহু সেইরকম হয়। বাবা বলেন তোমাকে সর্বগুন সম্পন্ন এখানেই হতে হবে। স্বর্গে এইসব লড়াই ঝগড়া ইত্যাদি হয়না। এখন তুমি বিষ্ণুপুরী শ্বশুর বাড়ি যাও। জানো যে সেখানে অনেক সুখ আছে । বিবাহ পূর্বে কন্যা জীর্ণ বস্ত্র ধারণ করে , যাকে বনবাস বলা হয়। তোমার কাছেও এখন কি আছে ? কিছুই নেই । এইসব হল কাঁকর পাথর । এখানে তোমার কোনোরকম অলংকার ইত্যাদি ধারণ করার প্রয়োজন নেই । কিন্তু যেহেতু গৃহস্থে থাকতে হবে, বিবাহ ইত্যাদি অনুষ্ঠানে যেতে হবে তো গহনা নিশ্চয়ই ধারণ করো। কোনো বারণ নেই । নাহলে বলবে বিধবা , গয়না পরেনা। নাম বদনাম হবে বাবা বলেন নাম বদনাম করবেনা । সবকিছু পরবে, নিজেকে আত্মা ভেবে বাবাকে স্মরণ করো। ভালাই কোথাও যাও, এই মন্ত্র মনে রাখবে। এই পরীক্ষা করো যে আমরা স্মরণে থাকি। এখানে আমরা যাই বাবার ডাইরেক্সান অনুসারে । তাদের সঙ্গেও সম্বন্ধ রাখতে হবে। কিন্তু হাত রইবে কর্মে বাবা রইবেন মর্মে ..... তাহলেই বুঝবে এই আত্মা হল মজবুত । গহনা ইত্যাদি ব্যবহার করো , বিবাহ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হও , একত্রে বাস করো কিন্তু মহাবীর রূপে পরিণত হও। সন্ন্যাসীদের দেখানো হয় শিষ্যকে গুরু বেশ্যালয়ে পাঠান , সর্পের নিকট পাঠিয়ে দেন। যে বাহাদুরী দেখিয়ে পাস করে তাকেই মহাবীর বলা হয়। বাবার স্মরণে থাকলে কর্মেন্দ্রীয়ের কোনোরকম চঞ্চলতা থাকবেনা। বাবাকে ভুললেই কর্মেন্দ্রীয় চঞ্চল হবে। তুমি বিশ্বের মালিক হও, এই কি কম কথা ? সন্ন্যাসীরা এই কথা জানেননা । শাস্ত্রে যেটুকু রয়েছে তাও আবার খন্ডিত । ভগবানুওয়াচ - আমি তোমাদের রাজযোগ শেখাই। যতদিন এই জীবনযাত্রা থাকবে - ততদিন জ্ঞান অমৃত পান করতে

হবে , বাবার কথা শুনতে হবে। রাজধানী স্থাপন হবে। বাচ্চাদের ক্ষণে ক্ষণে শিক্ষা দেওয়া হয় - একমাত্র বাবাকে স্মরণ করো, দৈবী গুণ ধারণ করো। যেন কোনো বিকর্ম না হয়। এইসব হল অসুরদের কর্ম। তুমি এখন দেবতা রূপে পরিণত হও তাই দৈবী গুণ ধারণ করতে হবে। সবচেয়ে বড় কাঁটা হল কাম বিকারের । অভ্যেস হয়ে গেলে প্রতি ক্ষণে নীচে পড়ে যাবে , মায়ার চড় খেয়ে মাথা ঘুরে যাবে। তখন বলা হয় আশ্চর্য হয়ে শোনে, বলে ..... এখন তুমি একমাত্র বাবার আপন হয়েছ। কথায় রয়েছে যে এইসব কিছু ঈশ্বর প্রদত্ত । তাই তুমি হয়ে যাও ট্রাস্টী । এইসব কিছু হল ওঁনার, আমাদের ওঁনার শ্রীমত অনুযায়ী চলতে হবে। বাবাও লক্ষ্য করেন সবকিছু আমারে অর্পণ করে কে কিভাবে আমার শ্রীমত পালন করছে । কোনো উল্টো খরচ করে পাপাত্মাদের সহযোগ করে নাতো। প্রথমে ব্রহ্মাবাবা ট্রাস্টী হয়ে দেখিয়েছেন কিনা। সবকিছু ঈশ্বরকে অর্পণ করে নিজে ট্রাস্টী স্বরূপ ধারণ করেছিলেন । কাউকে কিছু দেননি। ঈশ্বরের জন্যে করলে ঈশ্বরীয় কাজেই লাগবে। শরীর নির্বাহেও তো কিছু লাগতো । যা কিছু ছিল সব সার্ভিসে লাগিয়েছিলেন। ওঁনাকে দেখে অন্যরাও করেছেন। ভাট্টির আয়োজন হয়। ভাট্টি না হলে বাচ্চারা এত হুশিয়ার হত কিভাবে, সার্ভিসের বিষয়ে । পাকিস্তানে শিখে এখানেও শিখেছে। যখন বোঝানোর মতন ক্ষমতা হয়েছে সার্ভিসে বাইরে গেছে । এখনতো দেখ কত প্রদর্শনী ইত্যাদি আয়োজিত হয়। বড়লোকদের নিমন্ত্রণ দেওয়া হয়। এই জ্ঞান যজ্ঞে বিঘ্নও পড়বে বিভিন্ন রকমের । সেই বিঘ্নকে ভয় করবেনা। অবলাদের উপরে কত অত্যাচার হয়। বাবা বলেন যোগবলে থেকে তাদের বোঝাও। ভগবানের সন্তান হয়ে পিতাকে ভুলে যাও। মায়ার হয়ে যাও। এই হল হার-জিতের যুদ্ধ । কিন্তু বক্সিং - এর মতন । মায়ার এক ঘুসি খেলেই মাথা ঘুরে ফাঁ হয়ে যায়। বাবা বলেন মায়ার কাছে কখনও হারবেনা । পবিত্র থাকলে বিশ্বের মালিক হবে। আমদানি অনেক বিশাল রকমের কিনা। সম্পূর্ণ পুরুষার্থ না করলে দাসদাসী হতে হবে। রাজধানীতো এখানেই স্থাপন হচ্ছে কিনা। আচ্ছা ।

মীঠে মীঠে হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা ও গুডমর্ণিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার মুখ্য সার:-

১. যতদিন জীবনযাত্রা থাকবে ততদিন জ্ঞান অমৃত পান করবে। মহাবীর রূপে মায়ার যুদ্ধে বিজয়ী হতে
হবে। সকলের সঙ্গে সম্বন্ধের নিয়মরক্ষা করে একমাত্র বাবাতে মন লাগিয়ে রাখতে হবে।

২. বিঘ্নকে ভয় করবেনা । সার্ভিসে নিজের সবকিছু সফল করতে হবে। ঈশ্বরকে অর্পণ করে ট্রাস্টী স্বরূপে পরিণত হতে হবে। কোনো কিছুই উল্টো কাজে লাগানো চলবেনা ।

বরদান:- সেকেন্ডে সর্ব দুর্বলতা থেকে মুক্ত হয়ে মর্যাদা পুরুষোত্তম রূপে পরিণত হয় এমন সদা স্নেহী ভব।

যেমন স্নেহে বিভোর হয়ে স্নেহী ব্যক্তি নিজের সর্বস্ব অর্পণ করে দেয়। স্নেহে মগ্ন হলে সবকিছু সমর্পণ করতে ভাবতে হয়না । তাই যা কিছু মর্যাদা বা নিয়ম শুনছো সেসব প্র্যাক্টিকাল করতে অথবা নিজের সর্ব দুর্বলতা থেকে মুক্তি প্রাপ্ত করার সহজ যুক্তি হল সদা এক বাবার স্নেহ-ভাজন হও। স্নেহের টানে সর্বদা তাঁর হৃদয়ের নিকটস্থ হও তাহলেই রুহানীয়তের অর্থাৎ আত্মিকতার রঙ লাগবে এবং এক সেকেন্ডে মর্যাদা পুরুষোত্তম রূপে পরিণত হবে কারণ বাবার সহযোগ সহজেই প্রাপ্ত হবে।

স্লোগান :- নিশ্চয়ের ফাউন্ডেশান যদি মজবুত থাকে তবে সম্পূর্ণ স্বরূপে পরিণত হওয়া নিশ্চিত।